বিদেশনীতি বলতে কী বোঝায়?

একটি জাতির বিদেশনীতি হল এমন একটি নীতি যা একটি জাতি অন্য জাতির সাথে তার আচরণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করে। এটি কূটনীতির মাধ্যমে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির দু'টি মুখ্য বিষয় হল জাতীয় লক্ষ্য প্রণয়ন এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি অর্জন করা । সুতরাং বৈদেশিক নীতিই লক্ষ্য এবং কূটনীতি এটি অর্জনের মাধ্যম।

ভারতের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের কারণগুলি কী কী?

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভারতের বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণকে সুবিধার জন্য অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক উপাদানগুলিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

SOHINI GUPTA

<u>অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ</u>

1. ভৌগলিক অবস্থান

ভারতের ভৌগলিক কাঠামো, তার উর্বরতা, জলবায়ু, নিকটবর্তী ভূখন্ড সম্পর্কিত অবস্থান এবং জলপথ ইত্যাদি তার বিদেশনীতিকে প্রভাবিত করে। ভারতের কৌশলগত অবস্থান এটিকে পাকিস্তান, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম এবং পূর্ব আফ্রিকা সহ অনেক সংবেদনশীল অঞ্চলে সহজেই পৌঁছাতে পারে। উত্তরের হিমালয় পর্বত, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর প্রাকৃতিক সীমানা আকারে ভারতের বৈদেশিক নীতিতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।

2. ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ভারতের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা তার বিদেশনীতির মূল নির্ধারক হয়েছে। ব্রিটিশদের সাথে ঐতিহাসিক যোগসূত্রের কারনে ভারতবর্ষ কমন ওয়েলথ অব নেশনসনের অংশীদার ছিল। প্রাচীনকাল থেকেই শান্তির প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি বৈদেশিক নীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলেছে। ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ যেমন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, গোল্ডেন মীন(golden mean), পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা, ধার্মিক ক্রোধ ভারতের বৈদেশিক নীতিতে প্রতিফলিত হয়।

SOHINI GUPTA

3. অর্থনীতি

ভারতের বৈদেশিক নীতি মূলত তার অর্থনৈতিক শক্তির উপর নির্ভর করে। একটি দুর্বল জাতির কখনই কার্যকর বৈদেশিক নীতি থাকতে পারে না। স্বাধীনতার সময় অচল অর্থনৈতিক অবস্থা পররাষ্ট্রনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। নেহেরুর ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতকে শীতল যুদ্ধ থেকে দূরে রাখার একটি কারণ হ'ল অর্থনৈতিক বিকাশের চাপের সমস্যাগুলিতে মনোনিবেশ করা। তিনি অ-সংযোজনের পথ অনুসরণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউএসএসআরের এবং ইউরোপীয় দেশগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে সক্ষম হয়েছিল।

4. রাজনৈতিক বাস্তবতা

যেহেতু নেহেরু সরকার ১৭ বছরের ধারাবাহিক সময়ের জন্য নিরাপদ এবং শক্তিশালী ছিল, তাই এটি সঠিক দিকনির্দেশনায়

ভারতের বিদেশ নীতি গঠনে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমদিকে, নেহেরু জাতির স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণ করা কঠিন বলে মনে করেছিলেন।

বাহ্যিক নির্ধারণকারী

1. সুপার পাওয়ার

ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউএসএসআর ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তি, এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সামরিক চুক্তির মাধ্যমে একে অপরের মুখোমুখি। ভারত নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার সাথে দুটি পারস্পরিক বিরোধী সুপার পাওয়ার কেন্দ্রর সাথে প্রয়োজন মত সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিল।

2. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

কোনও দেশই তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং প্রয়োজনে একেবারে স্বাবলম্বী হতে পারে না। বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক মুদ্রা হ'ল দেশের অর্থনীতি পরীক্ষা করার ব্যারোমিটার। রফতানি এবং আমদানির মাধ্যমে উন্নয়নের প্রবাহের ইনপুট। ভারতের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশকে তার উন্নয়নমূলক উপকরণগুলি পূরণের জন্য বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং অন্যান্য উন্নত দেশগুলির মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

3. আন্তর্জাতিক সমস্যা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমীকরণ পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধ্যবাধকতার সাথে

SOHINI GUPTA

সামঞ্জস্য করতে হয়েছিল। শীত-যুদ্ধ, প্রতিরক্ষা প্যাক্টস, পাওয়ার ব্লকস, সামরিক জোট, প্রচলিত এবং অপ্রচলিত পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার, দেশগুলিতে সামরিক সহায়তা ইত্যাদির মতো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছিল যখন দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নির্ধারক উভয়ই আন্তঃসম্পর্কিত এবং আন্তঃনির্ভর। তারা জাতীয়, আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তা, দাবী এবং জরুরী অবস্থার সাথে কাজ করে, প্রতিক্রিয়া করে এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করে। এই সমস্ত নির্ধারক একটি জাতির বিদেশী নীতি তৈরি করে।

SOHINI GUPTA